ঈদে ঘরমুখো মানুষের পছন্দের শীর্ষে দেশি ফল

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে নিজ জন্মভিটায় ঈদ উদযাপন করতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মজীবী মানুষ ফিরছেন গ্রামে। এই তালিকায় রয়েছেন প্রবাসীরাও।

আর নিজ এলাকায় ফিরেই তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকছে মৌসুমি দেশি ফল। দেশি ফলের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকে। এতে বেড়েছে দেশি ফলের চাহিদা।

জেলার ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে মৌসুমি অধিকাংশ সুস্বাদু ফলে বাজার ভরে গেছে। আবার দামের দিক থেকেও তুলনামূলক সস্তা। অন্যদিকে বিদেশি ফল শহর থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমানে বিদেশি ফলের আমদানিও তুলনামূলক কম এবং দামও বেশি। তাই এখন দেশি ফলের কদর অনেক বেড়েছে।

স্থানীয় বাজারে মৌসুমি ফলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ক্রেতাদের কাছেও দেশি ফলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে দেশি ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কামরাঙা, জামরুল, ড্রাগন ফল, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কদবেল, কলা ও তালশাঁস। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে ড্রাগন ফল ও সবুজ মাল্টা। এসব ফলের চাহিদাও বাড়ছে বাজারে।

জেলায় দেশি ফলের বাজারদর চলছে প্রকারভেদে হিমসাগর আম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, আঠি আম ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং কাঁচা-মিঠা আম ৮০ টাকা কেজি। বোম্বাই লিচু প্রতি পণ ২৩০ টাকা এবং চায়না লিচু প্রতি পণ ৬৫০ টাকা।

আনারস প্রতি পিস ৫০ টাকা, ব্ল্যাক বেবি তরমুজ ৮০ টাকা কেজি, পেয়ারা ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি, কলা প্রতি পিস ৫ থেকে ৬ টাকা, জামরুল ৭০ টাকা কেজি এবং কামরাঙা ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আমদানি করা বিদেশি ফলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কমলা, মাল্টা, আপেল, বেদানা, চেরি, খেজুর ও আঙুর। বিদেশি ফলের খুচরা বাজারদর মাল্টা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি, আপেল ৩৭০ থেকে ৪০০ টাকা

কেজি, বেদানা ৬০০ থেকে ৬৩০ টাকা কেজি, চেরি ৪০০ টাকা কেজি, খেজুর ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কমলা ৩৩০ টাকা কেজি, কাশ্মীরি আঙুর ৫২০ টাকা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি আঙুর ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মুস্তাক আহমেদ বলেন, “পাঁচ দিনের জন্য নিজ গ্রামে এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে। বাজারে এসে দেখি রসালো ফলের সমাহার। দেখে লোভ সামলানো কঠিন। সতেজ দেশি ফল পরিবারের সঙ্গে খাওয়ার মজাটাই আলাদা।”

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী গোলাম মোর্তাজা বলেন, “যান্ত্রিক শহর থেকে গ্রামে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলোর একটি। আর নিজ এলাকায় গাছ থেকে পেড়ে আনা রসালো আম-লিচুর স্বাদ নেওয়ার মজাই আলাদা। শহরে এসব ফল পাওয়া গেলেও মান নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে। এখানে চোখ বন্ধ করে ফল খাওয়া যায়।”

মালয়েশিয়া প্রবাসী তুহিন বলেন, “দুই দিন হলো দেশে এসেছি। বিদেশে অনেক ফল পাওয়া যায়, তবে দেশের ফলের স্বাদই আলাদা। আজ বাজার থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে হিমসাগর আম কিনলাম, সঙ্গে লিচুও। চায়না লিচুর দাম একটু বেশি হলেও স্বাদের দিক থেকে সেরা।”

গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের পাইকারি বিদেশি ফল বিক্রেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, “এ অঞ্চলের অধিকাংশ ফলের দোকানি আমার কাছ থেকে পাইকারি ফল কিনে নেন। কিন্তু এখন তারা বলছেন, দেশি ফলই বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিদেশি ফলের চাহিদা কমে গেছে। এতে আমরা বিপদে পড়েছি। জেলায় ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিক্রি না হলে দ্রুত পচে যায়। তাই এখন দেশি ফলই আমাদের ভরসা।”

ফল বিক্রেতা শিহাব বলেন, “আগে মাল্টা, কমলা, আপেল ও আঙুর বিক্রি করতাম। মাসখানেক ধরে লিচু, আম, পেয়ারা ও আনারস বিক্রি করছি। গাছ থেকে পেড়ে এনে সরাসরি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রতিদিন ফল আনছি, প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারাও খুশি, আমরাও খুশি। দামও সাধ্যের মধ্যে।”

তিনি আরও বলেন, শহর থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মানুষজন এখন দেশি ফলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের ভাষ্য, বিদেশি ফল শহরেই পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের টাটকা দেশি ফলের স্বাদ আলাদা।

মেহেরপুরে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মারধর, আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মোস্তফা কামাল (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই গ্রামের সোরাফ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় তিনি মাথা ও হাতে আহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফতেপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মোস্তফা কামাল অভিযোগ করে জানান, একটি বাড়িতে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে একই গ্রামের আসাদ মোল্লার ছেলে শফিক মোল্লা ও আশরাফুল মোল্লা, শফিক মোল্লার ছেলে আব্দুর রব, আশরাফুল মোল্লার ছেলে ইয়াসিন আলী ও ইসরাফিল এবং সিদ্দিক মোল্লার ছেলে ফারুক তাকে মারধর করেন।

এসময় তিনি মাথা ও হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে জানান। ঘটনার পর এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী।

আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদের জামাত কখন কোথায়

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদুল আজহার জামাত আমঝুপি কেন্দ্র ঈদগাহে সকাল ৭:৩০ জামাত অনুষ্ঠিত হবে, আমঝুপি গন্ধরাজপুর পাড়ায় সকাল ৭:৩০, আমঝুপি উত্তর পাড়ায় সকাল ৭:৩০, আমঝুপি জদ্দার পাড়ায় সকাল৭:৪৫, খোকসা শেখ পাড়া সকাল ৭:৩০ টা, খোকসা মল্লিক

পাড়া সকাল ৭:৩০ ও খোকসা কদমতলা পাড়া সকাল ৭:৩০, ময়ামারি সকাল ৭:৩০ এবং চাঁদ বিল সকাল ৭ টায় চাঁদ বিল আলহাদীস সকাল ৬ টাই, দফরপুর সকাল ৭:৩০, কোলা নাটনা পাড়া সকাল ৮ টাই, কোলা খালপাড়া সকাল ৭:৩০, কোলা কারিগর পাড়া সকাল ৭ টাই, রঘুনাথপুর সকাল ৭:৩০, ছটাঙ্গা পাড়া সকাল ৭:৩০ টাই হিজুলি সকাল ৭:৩০ টা, ইসলাম নগর সকাল ৭:৩০ টাই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালার পরলোক গমন

মেহেরপুর আগরওয়ালা বস্ত্রালয়ের মালিক কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালা
(৬৫) পরলোক গমন করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বড় বাজারস্থ নিজ বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জটিল ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তিনি বড়বাজারের আগরওয়ালা বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী জয় নারায়ণ আগরওয়ালার ছোট পুত্র ও জেলা শিল্প ও বনিক সমিতির সাবেক সহ- সভাপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্যাম সুন্দর আগরওয়ালার ছোট ভাই। তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও এক সন্তান কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

প্রয়াত কিশোর চৌধুরী আগরওয়ালের চাচাতো ভাই ডা: জে পি আগরওয়ালা জানান, তার ছেলে লন্ডনে এবং মেয়ে নেপালে আছে!। তারা আসার পর আগামী বৃহস্পতিবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। ততক্ষণ মরদেহ ফ্রিজিং গাড়িতে রাখা হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুর শহরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার (২৪ মে) রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে জুয়েল রানা (২৫) এবং মেহেরপুর পৌর এলাকার পোস্ট অফিসপাড়ার জিয়াউদ্দিনের ছেলে মুকুল (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জুয়েল রানা শোলমারী থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। অপরদিকে মুকুল মেহেরপুর শহর থেকে শোলমারীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য জুয়েল রানাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং মুকুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেল দুটি থানায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঠিক কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া

ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

মেহেরপুরে সরকারি অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় সিডিপি (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস) কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এলআরডির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিডিপির চেয়ারম্যান উম্মে হানি চায়না।

সিডিপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আবু সালেহ, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন এবং সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোস্তফা মইমসহ অন্যান্যরা।

বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীরা অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড তৈরির জন্য কোনো ধরনের দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর কাছে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়।

তারা আরও বলেন, কার্ডধারীরা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকারি সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

মেহেরপুরে ৯ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলায় যুবকের মৃত্যুদণ্ড

মেহেরপুরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে শাকিল হোসেন (২৪) নামের এক যুবকের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মাত্র ২৯ কার্যদিবসে ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষনা করা হলো বলে দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর।

রোববার (২৪ মে) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের আবদাল হকের ছেলে শাকিল হোসেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১৬ জুন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে অভিযুক্ত শাকিল হোসেন একই গ্রামের ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে কৌশলে একটি পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে ভয়ভিতি দেখিয়ে ধর্ষণ করে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় শিশুর পিতা বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও শুনানি শেষে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি শাকিল হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন আদালত।

একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

রাষ্টপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, মাত্র ২৯ কার্যদিবসে ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষণা করা হলো। আমরা রায়ে সন্তোষ্ট।

` সুজন বন্ধু’ কেন্দ্রীয়

আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন মেহেরপুরের পলাশ

সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক এর সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ও তারুণ্যের প্ল্যাটফর্ম সুজন বন্ধু-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের তরুণ সমাজকর্মী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ।

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত এক অনলাইন সভায় সাবেক সুজন বন্ধু আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান স্বজলের সভাপতিত্বে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, সুজনের অফিস স্টাফ স্বজল কোরায়েশি এবং The Hunger Project Bangladesh-এর ট্রেনিং ইউনিটের তুহিন আফসারি।

সভায় দেশের ১০টি অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পরে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ফিরোজ আহম্মেদ পলাশকে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধিরা জানান, তরুণ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কারণেই তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। দেশের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। করোনাকালীন সময়েও তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বন্যাকবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে সহায়তা করেছেন।

তিনি পূর্বে The Hunger Project Bangladesh-এর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা কো-অর্ডিনেটর, যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী এবং জাতীয় ফোরামের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বসুন্ধরা শুভসংঘ-এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং Democracy International-এর মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে রক্ত সংগ্রহ ও

অসুস্থ রোগীদের রক্ত সংকট নিরসনে কাজ করে যাচ্ছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে তিনি এলাকায় “মানবতার ফেরিওয়ালা” হিসেবেও পরিচিত।

নবনির্বাচিত আহ্বায়ক ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ জানান, সুজন বন্ধু হলো সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর তরুণদের প্ল্যাটফর্মভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে সংগঠিত ও নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তরুণদের সামাজিক উন্নয়ন, সুশাসন ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করবেন।

তার এ অর্জনে মেহেরপুর জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তরুণ সমাজের মাঝে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিভা অন্বেষণে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় মেহেরপুরের সাব্বির

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও রোভার সদস্য মোঃ সাব্বির হোসেন জাতীয় পর্যায়ের “প্রতিভা অন্বেষণ” প্রতিযোগিতায় মূকাভিনয় বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন।

তিনি ধারাবাহিকভাবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরে জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা ও খুলনা বিভাগকে গৌরবান্বিত করেন।

সাব্বির হোসেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী এবং কলেজ রোভার দলের সক্রিয় সদস্য। তার এই অর্জনে শিক্ষক, সহপাঠী ও শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা। তার পিতা জালাল উদ্দিন ও মাতা রেশমিন আক্তার।

সাব্বির বলেন, “ভবিষ্যতেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই। সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।”